মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবকের মৃত্যু

অবশেষে মৃত্যুর কাছে হেরে গেলো তাওহিদুল আমিন শশী (২৫)। সড়ক দুর্ঘটনার পর আজ বৃহস্পতিবার (২২ আগষ্ট) ভোরের দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি।

নিহত শশী মেহেরপুর শহরের ঘোষপাড়া এলাকার মোঃ সেলিমের ছেলে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কনি মিয়া পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গত ১৮ আগস্ট দিবাগত রাত ৮ মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অফিসের সামনে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় শশী মারাত্মক আহত হয়।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর-২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই সময় তার অবস্থার অবনতি ঘটলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখানেই চিকিৎসাধিন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মুজিবনগরে উপজেলা ও পুলিশ প্রশাসনের গীর্জা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

দেশের বিরাজমান পরিস্থিতিতে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গীর্জা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খাইরুল ইসলাম ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলম।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে তারা উপজেলার ভবেরপাড়া

গীর্জা, এতিমখানা, বল্লভপুর গীর্জা, বল্লভপুর মিশন হাসপাতাল এবং এতিমখানা পরিদর্শন করেন।

এ সময় তারা ভবরপাড়া গীর্জার ফাদার আলবিনো সরকার, সিষ্টার মালোতি মালো এবং বল্লভপুর গীর্জার ফাদার রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল, হাসপাতালের এডমিন আলফ্রেড বিনিময় বিশ্বাস এবং সিস্টার জিলিয়ান এম রোজসহ কর্মকর্তাদের সাথে গীর্জার ও প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান অবস্থা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় মুজিবনগর নির্বাহী অফিসার তাদেরকে বলেন, দেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির পায়তারা করছে। আপনারা এই সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশ্বাস করবেন না স্বাধীন বাংলাদেশ সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই। আমাদের একটাই পরিচয় আমরা বাংলাদেশী। এই বাংলাদেশে সবার অধিকার সমান। আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন আপনাদের পাশে আমরা আছি।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ বলেন, যারা সংখ্যালঘু ধোয়া তুলে দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করছে তারা কখনোই এই দেশকে ভালোবাসে না। এই দেশে আমার যতটুকু অধিকার আপনাদের ততটুকু অধিকার। এই বাংলাদেশে ধর্ম যার যার বাংলাদেশ সবার। সংখ্যালঘুর ধোয়া তুলে কেউ যদি পরিবেশ অস্থিতিশীল করতে চাই সে যেই হোক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে তিনি হুশিয়ারি দেন।

তিনি আরো বলেন, আপনারা নিশ্চিত মনে থাকবেন কারণ আপনারা বাংলাদেশের নাগরিক এই দেশের সন্তান আপনাদের উদ্যোগের কোন কারণ নেই।বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে আছে এবং থাকবে যে কোন প্রয়োজনে আপনারা আমার কাছে ফোন দিবেন সঙ্গে সঙ্গে আমার পুলিশ বাহিনী আপনাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।



চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরি পুনর্বহালের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

স্বৈরাচার হাসিনার প্রহসন মামলায় বিনা বিচারে ১৬ বছর আটক নিরপরাধ বিডিআর (বর্তমান বিজিবি) সদস্যদের মুক্তি চেয়ে এবং চাকরিচ্যুত বিজিবি জওয়ানদের চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২২ আগষ্ট) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধন কর্মসূচিতে চাকরিচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত বিডিআর সদস্য ছাড়াও তাদের পরিবার-পরিজন ও সন্তানরা অংশ নেন। পরে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

চাকরিচ্যুত বিডিআর সদস্যদের চাকরি পুনর্বহালের
দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন

মানববন্ধনে চাকরিচ্যুত ও ক্ষতিগ্রস্ত বিজিবি সদস্য ও তাদের পরিবারের লোকজন চাকরিচ্যুতদের চাকরি ফেরত দেওয়ার দাবি জানান।

সাবেক বিজিবি সিপাহী মোঃ গিয়াস উদ্দিনের নেতৃত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, মোঃ শামসুদ্দিন, মোহাম্মদ জুল হোসেন, মোঃ বেদার উদ্দিন, মোঃ আলমগীর প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় মোঃ রিয়াজ উদ্দিন, মোঃ হারুন অর রশিদ, মোঃ আফিরুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ দিল্লাল হোসেন, মোঃ আব্দুল হান্নান, মোঃ ওয়াহিদুল জামান, মোঃ আশিকুজ্জামান, মোঃ আলতাব হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ২০০৯ সালে পিলখানায় ইতিহাসের বর্বরোচিত এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তৎকালীন খুনি হাসিনার চক্রান্তে এবং ভারতী “র” বাহিনী দ্বারা ঘটিয়ে পিতার হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলো। তার প্রতিদানে পিলখানা সহ সকল ইউনিট সমূহে অবৈধ আদালত স্থাপন করে এবং সেই আদালতে ছিলোনা আমাদের বাক স্বাধীনতা, কোন আইন-জীবি নিয়োগ দেওয়াও নিষেধ ছিলো এমনকি যিনি বিচারক তিনিই ছিলেন শাস্তি দাতা, যা পৃথিবীর কোন দেশেও হয়তো এমন নিয়ম নেই। আমরা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়েছি। যার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ হাজার বিজিব সদস্য ও তার পরিবার আজও অসহায় জীবনযাপন করছেন।
তারা আরও বলেন, পিলখানার ঘটনার পুনঃতদন্ত করে সঠিক বিচার করতে হবে। সেই সঙ্গে যেসব নিরপরাধ জওয়ানরা চাকরি হারিয়েছে তাদের পুনর্বহাল করতে হবে।

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন

মেহেরপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের বিরুদ্ধে পাল্টা সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম।

উপজেলা ইমারত নির্মাণকারী শ্রমিক ইউনিয়নের আয়োজনে গতকাল বুধবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন অফিসে এ সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এসময় সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল করিম,সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, সদস্য কুতুব উদ্দিন ও বাবু তাদের বক্তব্যে বলেন, গতকালকে ঘটে যাওয়া সংবাদ সম্মেলনে তোলা

অভিযোগ, “প্রভাব দেখিয়ে জোরপূর্বক ভোট করিয়ে ক্ষমতায় থাকা, কোন সাধারণ শ্রমিকদের খাতে হিসেব দিতে না পারা, বেকার বয়স্ক শ্রমিকদের ১১ মাস বেকার ভাতা না দেওয়া” এই সব অভিযোগ সম্পুর্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

তারা আরো বলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইমারত নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়নের কমিটি নিয়ে সাবেক সভাপতি সহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ ফুরকান আলী, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল ইসলাম যা বলেছেন তা মিথ্যা, বানোয়াট এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

বিএনপি নেতা লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) সামস আর নেই

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সদস্য লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস ইন্তেকাল ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন করেছেন।
আজ সকাল ৮টার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আজ বাদ জহুর ঢাকার বারিধারা ডিওএইচএস মসজিদে নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব) শামসুল ইসলাম সামস মেহেরপুরের স্টেডিয়াম পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন। এর আগে তিনি মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন চেয়েছিলেন।

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়ন

পরিষদে প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন বারাদী ইউনিয়নের ১,২ ও ৩ ওয়ার্ডের সংরক্ষিত মহিলা মেম্বার শাহিনা খাতুন।

গতকাল বুধবার মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার আদেশপ্রাপ্ত হয়ে তিনি দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। প্যানেল চেয়ারম্যানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে প্রথম দিন ইউপি কার্যালয়ে হাজির হয়ে তিনি অফিস করেন। প্রথম দিনই তিনি পরিষদের সকলের সাথে কুশল বিনিময় করেন।

তিনি বলেন, আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করবো এবং স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ ভাবে ইউনিয়ন বাসীর সেবা করবো। উল্লেখ্য, গত ৫ই আগষ্ট সারাদেশে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার দেশ থেকে পলায়নের পর থেকে বারাদী ইউপি চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন আত্নগোপনে থাকায় তাকে চেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারণ করে গত ১৯ আগষ্ট উপজেলা রিসোর্স সেন্টার, মেহেরপুর এর ইন্সট্রাক্টর আব্দুল মতিন কে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যদের সাথে ওসির আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে আলোচনা

গত ৫ আগষ্ট ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে শেখ হাসিনার পতনের পর মুজিবনগরে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল আলমের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সদস্যবৃন্দ।

আজ বুধবার দুপুরে মুজিবনগর থানার ওসির অফিস কক্ষে উপজেলার আইনশৃঙ্খলা সহ সার্বিক বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করা হয়।

এ সময় দি টিচার প্রতিনিধি সাংবাদিক মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স, দৈনিক সংগ্রাম এর প্রতিনিধি খায়রুল বাসার,ভোরের কাগজ প্রতিনিধি হাসান মুস্তাফিজুর রহমান,দৈনিক মাথাভাঙ্গা প্রতিনিধি শেখ শফি,জবাবদিহি প্রতিনিধি শাকিল রেজা,নিউজ ২৪ প্রতিনিধি ডালিম সানোয়ার,ইনক্লাব প্রতিনিধি এসএম ফিরোজুর রহমান বিজয়,সময়ের সমীকরন প্রতিনিধি সোহাগ মন্ডল,বাংলা ইনডিপেনডেন্ট প্রতিনিধি জাহিদ হাসান, আকাশ খবর প্রতিনিধি রেজাউল করিম উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকদের সৌজন্যে সাক্ষাৎ এ আইনসৃঙ্খলা বিষয়ে মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ সাইফুল আলম বলেন, মুজিবনগরের মানুষ খুবই সুশীল এবং মার্জিত। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় ৫ ই আগস্ট পরবর্তী অনেক বড় বড় সহিংস ঘটনা ঘটলেও মুজিবনগরে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তেমন বড় ধরনের কোন রকমের প্রাণহানিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এজন্য তিনি মুজিবনগর এর সকল মানুষকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তিনি আরো বলেন বর্তমানে মুজিবনগর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সহ সকল পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। পুলিশ এলাকায় নিয়মিত টহল অব্যাহত রেখেছে।

এসময় উপজেলাকে সন্ত্রাস, মাদক মুক্ত করতে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান তিনি।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীসহ ১৬৬ জনের নামে করা মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছেন মামলার বাদি হাসনাত জামান।

মামলাটিতে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল সহ ১৬৬ জনকে আসামি করা

হয়েছিল। আদালত আবেদনটি আমলে নিয়ে মেহেরপুর সদর থানার ওসিকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

বুধবার ২১ আগষ্ট দুপুরে মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেন।

আদালত সুত্রে জানা গেছে, প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে দায়েরকৃত মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করা হয়েছিলো। স্পেশাল ট্রাইবুনালের বিচারক এবং মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ মন্জুরুল ইমাম বাদী ও আইনজীবীর বক্তব্য শোনেন। অতঃপর মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়াকে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বাদি হাসনাত জামান বলেন, ‘আমরা চাই না কোন নিরপরাধ ব্যক্তি হয়রানির শিকার হোক। এজন্য প্রকৃত আসামীদের বাদ পড়ে যাওয়া এবং নিরপরাধ ব্যাক্তিদের নাম আসামি তালিকায় ভুলক্রমে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করেছি।’

মেহেরপুর জেলা বারের সভাপতি ও বাদি পক্ষের আইনজীবী এডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, ‘বাদি স্পেশাল ট্রাইবুনালে ১৬৬ জনের নামে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে একটি মামলা করেছিলো। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালতের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং মেহেরপুর সদরন থানা মামলাটি এফআইআর ভূক্ত করে প্রতিবেদন দিয়েছিলো। আজ বাদি আসামি তালিকায় ভূল হয়েছে জানিয়ে স্পেশাল ট্রাইবুনাল, মেহেরপুরে ১/২০২৪ নম্বর মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করে।আমি বাদির পক্ষের আইনজীবী হিসেবে আদালতে বাদিকে সহযোগিতা করেছি মাত্র।

উল্লেখ্য, মেহেরপুরে সন্ত্রাস বিরোধ আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তার স্ত্রী মোনালিসা হোসেন, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুলসহ ১৬৬ জন নামিয় এবং অজ্ঞাত আরও ১০০ জনে বিরুদ্ধে সোমবার (১৯ আগস্ট) মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের স্পেশাল ট্রাইবুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী হাসনাত জামান বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছিলেন।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদ ও জড়িতদের গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সকাল ১১ টার দিকে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে নেতৃত্ব দেন কালের কণ্ঠ পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন।

নিউজ ২৪ টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ডালিম সারোয়ারের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চাদু, মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলামিন হোসেন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের জেলা প্রতিনিধি মাহবুবুল হক পোলেন, বাংলানিউজের জেলা প্রতিনিধি জুলফিকার আলী কানন, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, গাংনী প্রেস ক্লাবের সভাপতি তৌহিদ উদ দৌলা, গাংনী উপজেলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক, সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমানসহ প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিককেরা।

বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়ায় হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, কালের কণ্ঠসহ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা একযোগে বেনজীরসহ বিভিন্ন দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করে গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা পরিবেশন ও প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া হাউজের সাতটি প্রতিষ্ঠানে ন্যক্কারজনক হামলায় দেশের স্বাধীন গণমাধ্যম হতবাক। হামলাকারীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে বিচার করার দায়িত্ব বর্তমান সরকারসহ ছাত্র-জনতার কাছে দাবি জানিয়েছেন।

বক্তারা আরও বলেন, স্বাধীন দেশে দিনে-দুপুরে মিডিয়ার ওপরে এই

নগ্ন হামলা দুর্বৃত্তায়নের জানান দেয়। অচিরেই এই দুর্বৃত্তায়নের চর্চা বন্ধ করতে হবে।

গাংনীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

দীর্ঘ দেড় যুগ পরে গাংনীতে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবক দলের ৩৯ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা ও বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয়।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গাংনী উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিনশেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক সাবেক কাউন্সিলর এনামুল হক।

আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালী যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ- সভাপতি শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

সভায় প্রধান বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শহিদুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি শহিদুল ইসলাম নাসির, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও গাংনী পৌরসভার সাবেক ভারপ্রাপ্ত মেয়র ইনসারুল হক ইন্সু,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা,পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জামাল উদ্দীন, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহবায়ক অ্যাডাম সুমন, বিএনপি নেতা সোহরাব হোসেন প্রমুখ । সভাটি সঞ্চালনা করেন জেলা

যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

বক্তারা বলেন, সৈরাচারী ফ্যাসিষ্ট হাসিনা নিরীহ ছাত্র জনতার উপর গুলি চালিয়ে গণহত্যা করেছে। খুনি হাসিনাসহ তার দোসরদের বিচার এই বাংলার মাটিতেই হবে। পরাজিত খুনি হাসিনার দোষররা এখনো দেশে অশান্তি, নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা লিপ্ত আছে।

বক্তারা আরও বলেন, খুনী শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও দেশের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। সৈরাচারী হাসিনা বিগত ১৭ বছর আমাদের পথে নামতে দেয়নি। আমাদের নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা নাশকতার মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। মিছিলে উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে শত শত নেতা কর্মী অংশগ্রহন করে এবং খুনি হাসিনা বিরোধী নানা শ্লোগান দেয়।